ফানুস

BANGLADARSHAN.COM

জ্যোৎস্না মন্ডল

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ধ্রুবতারা	৩
মন খারাপের শাওন	৪
উপলব্ধি	৫
কোনো কিছুই নিজের নয়	৬
হাতছানি	৭
আকণ্ঠ	৮
অবসান	৯
অসময়ের জোয়ার	১০
দূরের স্বপ্ন	১১
আজব কুদরতি	১২
ঋণী	১৩
শূণ্যতা	১৪
সম্মতি	১৫
দামামা	১৬
শুধু কয়েকটি বছর	১৭
ঘুন	১৮
অপেক্ষা	১৯
পরমাত্মা	২০
ভাসি	২১
জন্মলীলা	২২
ফাগুন এল্য	২৩
চাঁদের কথা	২৪
ভাবনা	২৫
ফানুস	২৬

BANGLADARSHAN.COM

ধ্রুবতারা

বারে বারে দেখেও মনের সাধ মেটে না,
মায়াবী জ্যোৎস্না আলোয় ভরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম তোমার হৃদয়,
এই আলোয় তোমাকে অবগাহন করার জন্য জানাই আহ্বান।

তোমার অস্তিত্ব তিল তিল করে প্রবাহিত আমার অস্থি মজ্জায়,
যতটুকু প্রাণবায়ু আছে যতদিন
তোমায় রেখে দেবো কবিতার অক্ষরে প্রেমের পাতায়।

জেনে রেখো তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা.....

BANGLADARSHAN.COM

মন খারাপের শাওন

কেনো যে এমন হয় জানি না .....
মনের মানুষ একবার খোঁজ নিলে যেনো মন ভরে না,
রঙ্গিত নদীর পাড়ে বসে আছি আনমনা হয়ে,
পাথর ভেঙ্গে সশব্দে এগিয়ে চলার গতি আরও অশান্ত করে তোলে আমার ব্যাকুল মন,
দূরে পাহাড়ের কোলে মেঘের চলার পথে তাকিয়ে আছি এক দৃষ্টিতে,
এই মেঘ যেনো বৃষ্টি হয়ে ঝড়ে পড়ে তোমার বুকে,
আমার নীরব কান্না তোমার গভীর হৃদয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাক আজ শাওন রাতে।

BANGLADARSHAN.COM

উপলব্ধি

গগন স্পর্শ করেছে যেনো সারি সারি পাইন গাছ আছে যতো,
সবুজ রঙের দিকে তাকিয়ে চোখের আরাম অবিরত।
গাছের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত মিষ্টি নদী রঙ্গিত,
মনের চলন তোমার স্পর্শ পেয়ে হতে চায় মোহিত।
নিখিল বিশ্বে তোমার সাজানো প্রকৃতির কোলে আমার চলার পথ,
সার্থক করে মানব জনম তোমার কৃপার রথ।

BANGLADARSHAN.COM

কোনো কিছুই নিজের নয়

আমার আমার যতই করো
নিজের বলে হয় না কিছু,
ভবের ঘরে লেখা থাকে
সব পাওনা মাথা পিছু।

যে ভাষাতে কথা বলো
সে ভাষা তো মায়ের দেওয়া,
নিজের ইচ্ছায় আলো দেখনি
বাবা মায়ের থেকে সেটাও পাওয়া।

টাকা পয়সা ঘর বাড়ি
যে শিক্ষায় পেয়েছ সহজে,
সে শিক্ষা তোমার নিজের নয়
পেয়েছ তুমি বিদ্যালয়ের কাছে।

BANGLADARSHAN.COM

ভবের মায়া ছেড়ে যেদিন
চলে যাবে ওপারে,
শেষ যাত্রা সাঙ্গ হবে
চার বেহারার কাঁধে চড়ে।

হাতছানি

মনের ভিতরে ছোট্ট হ্রদের মধ্যে রেখেছি তোমায়,
সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যাই তোমার কাছে অবলীলায়,
একটা আঙ্গুল বার বার ঠোঁটের কাছে এনে অবশ করে দিলে আমায়,
উড়ন্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে দিলাম তোমার ভালোবাসার আকাশে।

চওড়া বুকের হাতছানির লোভ সামলানো দায়,
তোমার গভীর নিঃশ্বাসে আমার প্রশ্বাস মিশে যেতে চায়,
ডুব সাঁতার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি তোমার আঙিনায়
ভালোবাসার সুখানুভূতি অজান্তে হৃদয় দোলায় নিমেষে।

BANGLADARSHAN.COM

আকণ্ঠ

তোমার পরিয়ে দেওয়স এক সিঁথি সিঁদুর
কোষের প্রতিটি অনু লাল রঙে রাঙিয়ে দিল অনিমেষে,
তোমাকে অনুভবের উচ্চ শিখরে নিয়ে সুবিস্তৃত আকাশের মাঝে চলে যেতে চাই নিরুদ্দেশে।

শালবনে গিয়ে চিৎকার করে বলবো “ভালোবাসি তোমায়”,
প্রাণের পরে এলে এ কোন অবেলায়.....
পড়ন্ত বিকেলের রক্তিম আভা দুজনে মেখে নেবো গোপন খেলায়।

ভীমের মতো বলিষ্ঠ তুমি,
অর্জুনের মতো প্রেমিক,
জড়িয়ে আছি তোমার বাহুডোরে
তুমি যে জীবন পথের নাবিক,
ভালোবাসতে বড্ড ভালো লাগা মনে করি দৈবিক,
তোমার হৃদয় মন্থনের অমৃত রসে
রচিত হোক শালফুলের প্রেম গাঁথা আক্ষরিক।

BANGLADARSHAN.COM

অবসান

প্রতীক্ষার আজ হল অবসান.....
যৌবনের শেষ প্রহরটুকু যেন নিভে না যায় দমকা বাতাসে,
পলতেটাকে আরেকটু তেল দিয়ে দুহাত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখি আলগোছে,
একটু একটু করে অপরাহ্নের পড়ন্ত আলোয় তৃষ্ণা মেটাই গভীর প্রয়াসে।

এলেই যখন রয়ে যাও চিরতরে মনের মাঝে,
চেয়ে দেখ রিক্ত ডালি হাতে নিয়ে রয়েছি
তোমার কত কাছে,
পূর্ণ করি শূণ্যতা তোমার খোলা বারান্দায় এসে সাঁঝে,
আমার না বলা সুখ আজ প্রেরণা পাক অসীম লাজে।

BANGLADARSHAN.COM

অসময়ের জোয়ার

আবেশে ভেসে আছি তোমার গোপন হ্রদের নীল জলে,
হাল্কা লাগে নিজেকে অনেকটা ফুলের পাঁপড়ির মতন,
মুখের ওপর ছড়িয়ে আছে অবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ তোমার পাগলামিতে,
গভীরে যেতে যেতে অবশ হয়ে যায় প্রতিটি কোষ আগের মতন।

আজকাল জোয়ার আসে স্রোতহীন জীবন নদীর গতিপথে যখন তখন,
যত্নের মোড়কে রেখে দেবো তোমার পবিত্র ভালোবাসা সিন্দুকে সারা জীবন,
তুমি যে আমার অনেক দিনের আকাঙ্খিত মানুষ রতন।

BANGLADARSHAN.COM

দূরের স্বপ্ন

জড়িয়ে যাচ্ছি ক্রমশ বুঝতে পারি,
অসীম প্রাপ্তির আনন্দ সাগরের গভীরে
রচিত হয় সুপ্ত বেদনা,
যখন পাই না দেখা তারি।

আবেগে আবেশ মিশিয়ে
আকাশ ছুঁতে বকের ডানায় চড়ি,
মাটির বুকে ঘর বেঁধে
সুখের ঘরে দুখকে আপন করি।

একান্ত করে পাওয়ার মাঝে
লুকিয়ে রাখি যন্ত্রণার সুর বাহারি,
নিজের করে রাখতে গিয়ে
স্বপ্নগুলো দূরের পথে দেয় যে পাড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

আজব কুদরতি

আমাদের ভালোবাসার সাক্ষী হয়ে রইল ইছামতী,
বিকেলের নরম রোদে দুজনে বেশ কিছুক্ষণ করেছিলাম মাতামাতি,
তোমার হাতের আঙুলের ফাঁকে পেলাম পবিত্র প্রেমের বাড়তি,
ইছামতীর জলের একটানা শব্দে আবেশ মিশে যায় রাতারাতি,
দুজনের গ্রহনে ছিলনা কোনো রীতি নীতি।

এক আকাশ হৃদয় জুড়ে আজ শুধু তোমার ব্যাপ্তি,
স্বপন দেখি চোখ মেলে দিবা রাতি,
ষড় রিপুর ঘরে ঘরে জ্বলছে শত কোটি প্রেমের বাতি,
এ যেন আজব কুদরতি।

BANGLADARSHAN.COM

ঋণী

ঋণী হয়ে গেলাম তোমার কাছে,
সকাল থেকে রাত হয় প্রতিদিন,
কালের নিয়মে কাজের পরে কাজ এসে যায় চুপিচুপি,
ফাঁকে ফাঁকে তোমার ভাবনায় ডুবে যাওয়া মন্দ লাগেনা।

অনভ্যস্ত চলতে গিয়ে বারে বারে হোঁচট খেয়ে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়া,
শিখতে শিখতে আটকে গিয়ে আবার চলতে শেখা পাহাড়ের চূড়ায়,
ঋণী হতে সময় লাগেনা।

BANGLADARSHAN.COM

শূণ্যতা

একলা হয়ে যাচ্ছি প্রতিদিন একটু একটু করে,
দিনের সূর্যালোক রাতের অন্ধকার হয়ে নেমে আসে দুচোখে,
পলাশের গন্ধে আজকাল সহজেই মাতাল করে রাখি অবুঝ মন,
বেহিসাবী কথার ঘোরে কাটিয়ে দিতে চাই অনেকক্ষণ,
পারলে না দিতে আমায় পূর্ণ সান্নিধ্য।

নিত্য দিন তোমার মতন করে সময় দিয়ে বেঁধে রাখতে চাওয়া,
ভালোবাসার ভ্রূণ হত্যা চলে নীরবে সযতনে,
প্রেমের আঁতুর ঘরে মরে যায় কত শত রঙিন স্বপন,
নিরুদ্দেশের পথে হারিয়ে যেতে চাওয়া যে বড়ই দুঃসাধ্য।

BANGLADARSHAN.COM

সম্মতি

দুচোখে স্বপ্ন নিয়ে খুঁজি তোমায়
নীল যমুনার পাড়ে,
সব কাজেতে ভুল হয়ে যায়
তোমায় রেখেছি অন্তরের গভীরে।

মন পেয়ালায় চুমুক দিয়ে
ভাবনার জাল বুনি তোমায় ঘিরে,
মিশে যায় মধুর আবেশ
সারেঙ্গীর সুর বাহারে।

হৃদয় মাঝে আর কতদিন
রইবে এমন গোপন করে,
বাঁধন ছিঁড়ে সত্য স্বপন
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

সাদা বকের পাখায় করে
শান্তি পাঠাই খামে ভরে,
নীল নির্জনে বসে আছি
সদুত্তরের আশা করে।

নিবিড় করে কাছে এসে
দিলে প্রেম উজার করে.....

দামামা

সেজেছি কঠিন সাজে,
ভোরের নরম রোদ যখন ছড়িয়ে পড়ে চোখে মুখে,
নয়ন মেলে দিশেহারা মন শুধু তোমারেই খোঁজে,
প্রত্যাশার দামামা বেজে চলেছে অহর্নিশি মনের মেঘে।

কেন যে এমন হয় নেই জানা,
আকাশে উড়ে যেতে চায় এ মন মেলে ডানা,
বুঝতে হবে এ শুধুই পাগলামি
এমন করে চাইতে আছে মানা।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু কয়েকটি বছর

আর মাত্র বাকী কয়েকটি বছর.....
দশটা ছটা অফিস করে ক্লান্ত হইনি কোনোদিন,
কর্মস্থলে যাওয়া আসার সময়টাকে বেশ উপভোগ করি,
নিয়ম করে কাজের গতি যেন সময় ঘড়ির মতো চলে,
এভাবেই কাটিয়ে দেবো আর কটি বছর।

মোমের মতো মন ছিল সেদিন....
রোদের তাপে পুড়তে দিতাম না নিজেকে,
আলতো করে রাখতাম নিজেকে মন বাক্সের অন্দরমহলে,
একটু স্পর্শের ভয় ছিল যৌবনে,
আজ অনেকটা পথ পেরিয়ে কঠিন করতে পেরেছি কিনা নিজেকে জানি না,
তবে আজকাল কথায় কথায় চোখে জল আসে না,
বুঝলাম পরিণত মনের অলিন্দে দুঃখের কোনো স্থান নেই,
তাকিয়ে আছি কর্মরত জীবনের শেষ কয়েকটি বছরের শেষ ঘন্টা শুনবো বলে,
এভাবেই কেটে যাবে আর কটি মূল্যবান বছর।

BANGLADARSHAN.COM

ঘুন

কথা ছিল সব কথা ভাগ করে নেবো দুজনে,
কথা ছিল সব কাজে হাত দেবো একসাথে,
সুখ দুঃখ একলা হয়ে সইবে না বলেছিলে,
হাতের মধ্যে হাত রেখে এক মনে চিন্তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে,
কথা থেকে যায় আকাশে বাতাসে নদীর পাড়ের মেঠো পথে,
নিজের করে পাইনা তারে কাছে,
দূর দিগন্তের দিকচক্রবাল হাতছানি দিয়ে ডাকে নীরবে,
আমার সব থাকার ভাঁড়ার ঘরে ঘুন ধরে যায় অযত্নে.....

BANGLADARSHAN.COM

অপেক্ষা

আরো কিছুটা পথ এখনও বাকী,
যেদিকে তাকাই তোমায় শুধু দেখি,
চলার পথে এ মন তোমার সঙ্গ চায়,
আমি আজও তোমার অপেক্ষায়।

বসে আছি নীল নির্জনে,
নদীর জলের শব্দ আসে কানে,
মন ছুটে যায় তোমার সীমানায়,
আমি এখনো তোমার অপেক্ষায়।

দিন পঞ্জিকা চলছে অবিরাম,
ব্যস্ত মনের হয়না কোনো বিরাম,
কাজের ফাঁকে এ মন অস্থির হয়ে যায়,
আমি যে আজও তোমার অপেক্ষায়।

BANGLADARSHAN.COM

পরমাত্মা

আমার ভাঙ্গা ঘরে
ঢুকতে গিয়ে দেখি,
একজন বসে আছে ঐ ঘরেতে
কান্ড কারখানা সেকি।

চুরি করে ধরা দেয় না
প্রাণের দরদী রে,
নিশ্চিন্তে বসে আছে
আমার ভাঙা ঘরে,
খড়ের ছাউনি উড়ে গেছে
দিতে চাই না ফাঁকি।

নিজে মানুষ না হয়ে
মনের মানুষ খুঁজি রে,
দরদী মন সেতু বান্ধে
মানুষ বানায় আমারে,
শূণ্য ঘরে একলা ছিলাম
আজ মন যে উড়াল পাখি।

BANGLADARSHAN.COM

ভাসি

মনের পালে লাগালে হাওয়া
ওরে ও নীল দরিয়ার মাঝি,
মন যমুনা উথাল পাথাল
তোমার নাওয়ে উঠতে আমি রাজী।

বিনি সুতোর মালা গেঁথে
মনের খেয়ালে জানালা খুলি,
সাত রঙ মেখে চোখ বুঁজে রই
তোমায় পাবার আশায় চলি।

আকাশের সাতটি তারার মাঝে
তোমায় দেখি কালার বেশে,
নদীর বুকে তরঙ্গ খেলায়
মন তরী প্রেম যমুনায় ভাসে।

BANGLADARSHAN.COM

জন্মলীলা

জন্মের সাথে অগোচরে
মৃত্যুর দিন লেখা,
জীবন যুদ্ধে লড়াই করে
নিত্য বাঁচতে শেখা।

খাঁচার ভিতর চুপটি করে
পরাণ পাখি থাকে,
কোনো একটি বাহানায়
উড়েই যাবে ফাঁকে।

নিত্য বসে ভাবি সদাই
করছি কেন মায়া,
ভব নদী পার হতেই হবে
ছাড়ি সকল সুখের কায়া।

BANGLADARSHAN.COM

ফাগুন এল্য

আইনল্য সখী রাঙা শিমুল
খোঁপায় গুঁইজ্যে দে রে,
ফুলের গন্ধে মন যমুনা
মাতাল হল্য রে।

চল না সখী বাঁধের ধারে
সকাল সকাল চল,
মরদ আমার দাঁড়াইন আছ্যে
করিস না রে ছল,
তুঁয়ার সঙ্গে গেল্যে আমার
মনে বল আস্যে রে।

ফাগুন ফাগুন ও ফাগুন
মনে জ্বালায় আগুন,
তর পীরিতে মন মইজ্যেছে
হই যে উচাটন,
ভালোবাসার কাঁটা বুকে
বিঁধছ্যে কেন্যে রে।

BANGLADARSHAN.COM

চাঁদের কথা

নদীর জলে ভাসে পূর্ণ চাঁদ,
স্রোতে ভেসে যায় রূপোলী উজ্জ্বল থান,
আটকে রাখতে পারিনা সৌন্দর্য,
প্রেমডোরে বেঁধে রাখি চাঁদের কলঙ্ক।

মাতাল হবো চাঁদনী রাতে,
গভীর ঠোঁট এগিয়ে দেবো তোমার কাছে,
তোমার উদ্দামতায় শান্ত হবে চাঁদ,
প্রেমগাঁথায় আসেনা শেষ অঙ্ক।

BANGLADARSHAN.COM

ভাবনা

বড় চিন্তা ঘুন লেগেছে
আমার এই কাঁচা অন্তরে,
আর কত সইবো জ্বালা
বলনা মুর্শিদ আমারে।

ভাবের কুল কিনারা খুঁজতে গিয়ে
হলাম রে ভাই পাগল,
নদীর জলে ভাসিয়ে দিলাম
মনের যত গোল।

যে তোমার আজ আপন আপন
সে কোনদিন তোমার নয়,
সব ফেলে ঐ অচিনপুরে
যেতে হবে জ্যোৎস্না কয়।

BANGLADARSHAN.COM

ফানুস

স্বপ্ন ছিল উড়ে যাব
পাখির ডানায় নীল আকাশে,
সাদা পেঁজা মেঘের ভেলায়
রঙ মাখাবো ভেসে ভেসে।

তোর নির্লিপ্ত চাউনিতে
স্বপ্নগুলো কল্পনার দেশে,
এলো মেলো হয়ে গেল
কেমন যেন এক নিমেষে।

বেঁচে আছি স্বপ্ন নিয়ে
ছবি আঁকি মনের ক্যানভাসে,
তুই কেন আমার স্বপ্ন
উড়িয়ে দিলি ঐ ফানুসে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥